৫০১১৯


# বাংলাদেশ ব্যাংক

(সেন্ট্রাল ব্যাংক অব বাংলাদেশ)
**প্রধান কার্যালয়**
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।

ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
(ইস্যু প্রশাসন শাখা)


ডিসিএম সার্কুলার নং-২০২৫/০২

তারিখ: ২৪ আশ্বিন, ১৪৩২
০৯ অক্টোবর, ২০২৫

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশ কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

**বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫**
**(Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) প্রসঙ্গে।**

Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-2012 কার্যকর হওয়ার পর হতে অদ্যাবধি নোটের প্রকৃতি, নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য, দাবিকৃত নোটের প্রকৃতি, দাবির প্রকৃতি ইত্যাদির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক বাংলা ভাষায় বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) প্রণীত হয়েছে।

২। এ পর্যায়ে নোট নিষ্পত্তিকারী কর্মকর্তা, কাউন্টারে নিয়োজিত ক্যাশ কর্মকর্তা ও ব্যাংকিং সেবা প্রত্যাশীদের নিকট সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে প্রণীত বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) জারি করা হলো এবং Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-2012 রহিত করা হলো।

৩। এ প্রবিধান অবিলম্বে কার্যকর হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ প্রবিধান জারি করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(কে এম ইব্রাহিম)
পরিচালক (ডিসিএম)
ফোন: ৯৫৩০০৯০

# বাংলাদেশ ব্যাংক
# নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫

## Bangladesh Bank
## Note Refund Regulations, 2025

বাংলাদেশ ব্যাংক

# বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫
## (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025)

**ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট**

**বাংলাদেশ ব্যাংক**

**প্রধান কার্যালয়**

**ঢাকা।**

---

এ প্রবিধানটি ২৬ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ৪৪৩তম সভায় অনুমোদিত হয়।

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| প্রজ্ঞাপন (Notification) | | ৫ |
| বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) | | ৭ |
| ১। | শিরোনাম (Title) | ৯ |
| ২। | প্রয়োগের তারিখ (Date of enforcement) | ৯ |
| ৩। | সংজ্ঞা (Definition) | ৯-১১ |
| | (ক) 'কারেন্সি অফিসার (Currency Officer)' | ৯ |
| | (খ) 'ব্যাংক (Bank)' | ৯ |
| | (গ) 'ইস্যু অফিস (Office of Issue)' | ৯ |
| | (ঘ) 'আপিল কর্তৃপক্ষ (Appellate Authority)' | ৯ |
| | (ঙ) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Prescribed Officer)' | ৯ |
| | (চ) 'নোট (Note)' | ৯ |
| | (ছ) 'নোটের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য (Essential features of Note)' | ১০ |
| | (জ) 'আসল নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Security features of genuine Note)' | ১০ |
| | (ঝ) 'বিকৃত নোট (Altered Note)' | ১০ |
| | (ঞ) 'স্যাঁতসেঁতে নোট (Damp Note)' | ১১ |
| | (ট) 'গরমিল নোট (Mismatched Note)' | ১১ |
| | (ঠ) 'দাবিযোগ্য নোট (Claimable Note)' | ১১ |
| | (ড) 'পোড়া নোট (Charred Note)' | ১১ |
| | (ঢ) 'নম্বর (Number)' | ১১ |
| ৪। | দাবি উপস্থাপন ও তার নিষ্পত্তি (Presentation of Claims and disposal thereof) | ১১-১২ |
| ৫। | দাবির বিষয়ে সাধারণ বিধান (General provisions in relation to Claims) | ১২ |
| ৬। | দাবির নিষ্পত্তি (Disposal of Claims) | ১২-১৩ |
| ৭। | দাবির আপিল (Appeal for Claims) | ১৩ |
| ৮। | দাবির তদন্ত (Inquiry of Claims) | ১৩ |
| ৯। | দাবিদারকে খুঁজে পাওয়া না গেলে করণীয় (Procedure when claimant is untraceable) | ১৩-১৪ |
| ১০। | দাবি নিষ্পত্তিকৃত নোট সংরক্ষণ ও ধ্বংসকরণ (Retention and destruction of disposed Notes) | ১৪ |
| ১১। | পোড়া নোটের নিষ্পত্তি (Disposal of Charred Notes) | ১৪-১৫ |
| ১২। | রহিতকরণ (Repeal) | ১৫ |

ডিসিএম পরিপত্র নং-২০২৫/০১ | তারিখ : ২৪ আশ্বিন, ১৪৩২ / ০৯ অক্টোবর, ২০২৫

# বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫
## (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025)

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১২৭) এর ৮২(১) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক পরিস্থিতি/অবস্থা ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় কোনো অসম্পূর্ণ নোটের মূল্য অনুগ্রহ হিসেবে ফেরত প্রদানের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত প্রবিধান প্রণীত হয়েছে যা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জারি করা হলো।

এই প্রবিধান অবিলম্বে কার্যকর হবে।

**ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট**
**বাংলাদেশ ব্যাংক**
**প্রধান কার্যালয়**
**ঢাকা।**

# বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫
## (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025)

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ৭ এ(ই) এবং ২৩(১) ধারায় নোট ইস্যু করার একক দায়িত্ব বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর ২৮ ধারা মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক ছেঁড়া, বিকৃত অথবা অত্যধিক ময়লাযুক্ত নোট বাজারে পুনরায় প্রচলন করবে না।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১২৭) এর ২৯ নং ধারা মোতাবেক আইন, নিয়ম বা আইনের বিপরীতে যা কিছুই বলা থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তির হারানো/চুরি যাওয়া, বিকৃত বা অসম্পূর্ণ ব্যাংক নোটের বিপরীতে সরকার বা ব্যাংকের নিকট হতে মূল্য (Value) পাওয়ার ক্ষেত্রে তার কোনো অধিকার (Right) নেই।

তবে ৮২(২)(এল) ধারার আওতায় পরিস্থিতি, শর্ত ও সীমাবদ্ধতা বিবেচনায় কোনো ব্যক্তির বিকৃত বা অসম্পূর্ণ নোটের দাবিমূল্য অনুগ্রহ (Grace) হিসেবে ফেরত দেওয়া যেতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১২৭) এর ৮২(১)নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক বিভিন্ন পরিস্থিতি, শর্তাবলী এবং সীমাবদ্ধতা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে অনুগ্রহ (Grace) হিসেবে দাবিযোগ্য নোটের মূল্য নির্ধারণপূর্বক তা প্রদানের লক্ষ্যে এ প্রবিধান প্রণয়ন করা হলো।


**ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট**

**বাংলাদেশ ব্যাংক**

**প্রধান কার্যালয়**

**ঢাকা।**

১। **শিরোনাম (Title) ।-**

এ প্রবিধান 'বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025)' নামে অভিহিত হবে।

২। **প্রয়োগের তারিখ (Date of enforcement) ।-**

এ প্রবিধান অবিলম্বে কার্যকর হবে।

৩। **সংজ্ঞা (Definition) ।-**

এ প্রবিধানে -

(ক) 'কারেন্সি অফিসার (Currency Officer)' অর্থ ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ, মতিঝিল, ঢাকার দায়িত্বরত প্রধান কর্মকর্তা।

(খ) 'ব্যাংক (Bank)' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১২৭) এর মাধ্যমে গঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক।

(গ) 'ইস্যু অফিস (Office of Issue)' অর্থ মতিঝিল, ঢাকায় অবস্থিত ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ।

(ঘ) 'আপিল কর্তৃপক্ষ (Appellate Authority)' অর্থ কারেন্সি অফিসার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের ক্ষেত্রে অফিস প্রধান, যার নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Prescribed Officer) কর্তৃক কোনো দাবিযোগ্য নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করার ফলে সংক্ষুব্ধ আবেদনকারী তাঁর আবেদন পুনর্বিবেচনার জন্য আপিল করতে পারবেন। এ প্রবিধানের অধীনে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (Prescribed Officer) পূর্ণ ক্ষমতা আপিল কর্তৃপক্ষ ব্যবহার (Exercise) করতে পারবে।

(ঙ) 'দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Prescribed Officer)' অর্থ ব্যাংকের ইস্যু অফিস এবং অন্যান্য অফিসের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত পরিচালক/যুগ্মপরিচালক অথবা সমপদের কর্মকর্তা(গণ), যাদেরকে এ প্রবিধান অনুযায়ী দাবিযোগ্য নোটের দাবিমূল্য পরিশোধের ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

(চ) 'নোট (Note)' অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত ব্যাংক নোট এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকারি নোট।

(ছ) 'নোটের প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য (Essential features of Note)' অর্থ নোট শনাক্তকরণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন-

(১) বাংলায় এবং/অথবা ইংরেজিতে নোট ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নাম যেমন- বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

(২) বাংলায় এবং/অথবা ইংরেজিতে ব্যাংক নোটের উপর গ্যারান্টি ক্লজ।

(৩) স্বাক্ষর।

(জ) 'আসল নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য (Security features of genuine Note)' অর্থ নোটে বিদ্যমান প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ যা নিম্নরূপ-

(১) নির্দিষ্ট গুণগত মানসম্পন্ন কাগজ (Paper quality);

(২) নোটের নম্বরের আকার ও আকৃতি (Size and shape of number of Note);

(৩) নিরাপত্তা সুতা (Security thread);

(৪) রং পরিবর্তনশীল কালি (Colour shifting ink);

(৫) Intaglio Printing;

(৬) অন্ধদের জন্য বিন্দু (Symbol for blind);

(৭) জলছাপ (Watermark);

(৮) গুপ্ত লেখা (Latent image/writing);

(৯) অতি সূক্ষ্ম লেখা (Micro text);

(১০) Iridescent Stripe; এবং

(১১) বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত নতুন কোনো নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য।

(ঝ) 'বিকৃত নোট (Altered Note)' অর্থ যে সকল নোটের নম্বর/মূল্যমান/স্বাক্ষর/গ্যারান্টি ক্লজ/চিত্র/ছবির উপর বিভিন্ন লেখা বা আঁকা/সংযোজন বা বিয়োজনের মাধ্যমে রদবদল/পরিবর্তন/বিকৃত করা হয়েছে, সে সকল নোট।

(ঞ) ‘স্যাঁতসেঁতে নোট (Damp Note)’ অর্থ আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ভেজা/ স্যাঁতসেঁতে কোনো নোট, যা যাচাই-বাছাইকালে সহজে ছিঁড়ে যেতে পারে এবং/অথবা আসল নোট শনাক্তকরণ বিঘ্নিত করতে পারে।

(ট) ‘গরমিল নোট (Mismatched Note)’ অর্থ দুটি ভিন্ন নোটের অংশবিশেষ একত্রিত করে জোড়া লাগানো নোট।

(ঠ) ‘দাবিযোগ্য নোট (Claimable Note)’ অর্থ নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য সম্বলিত নোট-

(১) নোটের উপস্থিত অংশের পরিমাণ ৯০% বা তার কম;

(২) স্যাঁতসেঁতে নোট (Damp Note);

(৩) অধিক জরাজীর্ণ নোট (নোটের নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য অস্পষ্ট হলে);

(৪) তেল/রং/কালি/মরিচা ইত্যাদি দ্বারা বিকৃত যা আসল নোট শনাক্তকরণে বিঘ্ন ঘটায়;

(৫) দুই এর অধিক খণ্ডে খণ্ডিত নোট; এবং

(৬) বিকৃত নোট (Altered Note)।

(ড) ‘পোড়া নোট (Charred Note)’ অর্থ আগুনে পোড়া বা আগুনের আঁচ লাগানো নোট।

(ঢ) ‘নম্বর (Number)’ অর্থ নোটে দুটি ব্যঞ্জনবর্ণের অক্ষরসহ ৭ অংকের সংখ্যা।

**৪। দাবি উপস্থাপন ও তার নিষ্পত্তি (Presentation of Claims and disposal thereof)।-**

ব্যাংক এর ইস্যু অফিস বা অন্য কোনো অফিসে নোট সম্পর্কিত দাবি উপস্থাপন করা যাবে। যে অফিসে ‘দাবিযোগ্য’ শব্দ দ্বারা নোটটি সীলযুক্ত করা থাকবে সে অফিসের মাধ্যমে দাবি নিষ্পত্তি করা হবে। সীলযুক্ত হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে দাবির আবেদন করতে হবে। দাবির আবেদন গ্রহণের ৮ সপ্তাহের মধ্যে দাবিটি নিষ্পত্তি করতে হবে।

তফসিলি ব্যাংকের শাখাসমূহের মাধ্যমেও নোট সম্পর্কিত দাবির আবেদন করা যাবে। এক্ষেত্রে দাবিদার কর্তৃক ডাকমাশুল প্রদানের শর্তে তফসিলি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখা আবেদনটি বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকটস্থ অফিসে প্রেরণ করবে এবং বাংলাদেশ

ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত পন্থায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (Prescribed Officer) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৫। **দাবির বিষয়ে সাধারণ বিধান (General provisions in relation to Claims)।-**

(ক) উপস্থাপিত নোট/নোটের খণ্ড আসল নোটের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত হতে হবে, অন্যথায় এরূপ নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(খ) 'দাবিযোগ্য' শব্দ দ্বারা সীলযুক্ত হওয়ার ৬ মাস পর উপস্থাপিত নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(গ) নোট উপস্থাপনকারীকে পরিশোধিত/প্রত্যাখ্যাত কোনো নোটই ফেরত প্রদান করা যাবে না।

(ঘ) এ প্রবিধির অন্তর্ভুক্ত 'ঙ', 'চ', 'ছ', 'জ' এবং 'ঝ' নং উপ-প্রবিধির ক্ষেত্রে 'দাবিদার কর্তৃক হতে হবে এমন নয়' শব্দাবলি প্রযোজ্য হবে।

(ঙ) বিকৃত ও গরমিল নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(চ) স্যাঁতসেঁতে নোটের বৈশিষ্ট্য ও খাঁটিত্ব সম্পর্কে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সন্তুষ্ট না হলে এরূপ নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(ছ) ধর্মীয় উস্কানিমূলক, রাজনৈতিক মতাদর্শ/স্লোগান বা ব্যক্তিবিশেষ/পণ্যের প্রচার ইত্যাদি লেখাযুক্ত নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(জ) ইচ্ছাকৃতভাবে কাটা, ছেঁড়া বা ছিদ্র করা নোট বা নোটের অংশ-কে দাবিযোগ্য নোট হিসেবে উপস্থাপন করা হলে উক্ত দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

(ঝ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যদি উপস্থাপিত নোটের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হন যে, ইতোমধ্যে নোটটি বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বাতিল করা হয়েছে বা উক্ত নোটের মূল্য প্রদান করা হয়েছে বা উক্ত নোটের বিপরীতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে কোনো তথ্য তলব করা হয়েছে-তবে এরূপ নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

৬। **দাবির নিষ্পত্তি (Disposal of Claims)।-**

(ক) একক নোটের অবিচ্ছিন্ন/একক খণ্ডের ক্ষেত্রে, উপস্থাপিত নোটের ৯০% এর অধিক অংশ বিদ্যমান থাকলে নোটের মূল্যমানের শতভাগ মূল্য (Value) পরিশোধ করা হবে। তবে একক নোটের অবিচ্ছিন্ন/একক খণ্ডের ন্যূনতম

৫১% বিদ্যমান না থাকলে উক্ত নোটের দাবি প্রত্যাখ্যান করা হবে। একক নোটের অবিচ্ছিন্ন/একক খণ্ডের ন্যূনতম ৫১% এবং তদূর্ধ্ব অংশ বিদ্যমান থাকলে নিম্নলিখিত হারে দাবিমূল্য প্রদানযোগ্য হবে:

| ক্রমিক নং | নোটের উপস্থাপিত অংশ | মূল্য প্রদানযোগ্য হার |
|---|---|---|
| ১। | ৫১% হতে ৭৫% পর্যন্ত | ৫০% |
| ২। | ৭৫% এর<br>অধিক হতে ৯০% পর্যন্ত | ৭৫% |

(খ) একাধিক খণ্ডে খণ্ডিত নোটের ক্ষেত্রে, উপস্থাপিত নোটের উভয় প্রান্তের নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অক্ষত থাকলে এবং নম্বর সম্বলিত খণ্ডদ্বয়ের একত্রিত আয়তন ন্যূনতম ৬০% বিদ্যমান থাকলে নোটের মূল্যমানের ৫০% মূল্য (Value) প্রদানযোগ্য হবে।

৭। **দাবির আপিল (Appeal for Claims)।-**

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (Prescribed Officer) সিদ্ধান্তে কোনো দাবিদার সংক্ষুব্ধ হলে উক্ত সিদ্ধান্তের তারিখ হতে ৩ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসের আপিল কর্তৃপক্ষের নিকট তাঁর দাবি পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারেন। আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে।

৮। **দাবির তদন্ত (Inquiry of Claims)।-**

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (Prescribed Officer) প্রয়োজন বোধ করলে (এ প্রবিধানের অধীনে) তাঁর নিকট উপস্থাপিত নোটের বিষয়ে যে কোনো তথ্য তলব অথবা তদন্ত করতে পারেন এবং নোটের খাঁটিত্ব সন্দেহজনক হলে বিশেষজ্ঞ মতামতের (Expert opinion) জন্য প্রয়োজনে তিনি এরূপ সন্দেহজনক নোট দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ-এ প্রেরণ করতে পারেন। তথ্য তলবের নোটিশ বা পত্র প্রাপ্তির তারিখ হতে ৩ মাসের মধ্যে কোনো দাবিদার কর্তৃক উক্ত তথ্য সরবরাহ করা না হলে দাবিটি প্রত্যাখ্যান করা হবে।

৯। **দাবিদারকে খুঁজে পাওয়া না গেলে করণীয় (Procedure when claimant is untraceable)।-**

এ প্রবিধানের অধীনে উপস্থাপিত নোটের দাবিমূল্য দাবিদারকে প্রদেয় হলে এবং দাবিদার যৌক্তিক সময়ের মধ্যে দাবিমূল্য গ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট অফিস কর্তৃক

দাবিদারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। উক্ত যোগাযোগের তারিখ হতে ৩ মাসের মধ্যে দাবিদার অথবা যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন, তাঁর আইনগত বৈধ উত্তরাধিকারী দাবিমূল্য সংগ্রহ না করলে বা তাঁকে খুঁজে পাওয়া না গেলে উক্ত দাবিমূল্য বাতিল বলে গণ্য হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট দাবিমূল্য ব্যাংকের ইস্যু বিভাগ হতে ব্যাংকিং বিভাগে স্থানান্তর করা হবে।

**১০। দাবি নিষ্পত্তিকৃত নোট সংরক্ষণ ও ধ্বংসকরণ (Retention and destruction of disposed Notes)।-**

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপিত নোটের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের পরে ব্যাংক কর্তৃক নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে উক্ত নোট সংরক্ষণ এবং ধ্বংস করা হবে:

(ক) নিষ্পত্তিকৃত সকল নোট চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হতে পরবর্তী ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) ৩ মাস সময়ের মধ্যে আদালত অথবা আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা না হলে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক নোট ধ্বংস করতে হবে।

**১১। পোড়া নোটের নিষ্পত্তি (Disposal of Charred Notes)।-**

(ক) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় কর্তৃক মনোনীত কমিটির মাধ্যমে পোড়া নোটের দাবিমূল্য নিষ্পত্তি করতে হবে। কারেন্সি অফিসার/নির্বাহী পরিচালক/পরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা উক্ত কমিটির প্রধান হবেন এবং যুগ্মপরিচালক পদমর্যাদার নিম্নের কেউ উক্ত কমিটিতে সদস্য হতে পারবেন না।

(খ) পোড়া নোটের দাবি নিম্নোক্ত শর্তের আলোকে পরিশোধযোগ্য হবে-

(১) বিদ্যমান অদগ্ধ অংশ আসল নোটের মূল বৈশিষ্ট্য ও খাঁটিত্ব পরীক্ষার জন্য যথেষ্ট হতে হবে; এবং

(২) অদগ্ধ অংশের আয়তন নোটটির ন্যূনতম ৫১% হতে হবে। তবে, একাধিক খণ্ডে খণ্ডিত পোড়া নোটের ক্ষেত্রে উভয় প্রান্তের নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অক্ষত থাকতে হবে এবং নম্বর সম্বলিত খণ্ডদ্বয়ের একত্রিত আয়তন ন্যূনতম ৬০% থাকতে হবে।

(গ) এ প্রবিধানের ৬ নং প্রবিধি-তে বর্ণিত হারে দাবিমূল্য প্রদেয় হবে।

(ঘ) পোড়া নোটের ক্ষেত্রে কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

**১২। রহিতকরণ (Repeal)।-**

(ক) এতদ্বারা Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-2012 রহিত করা হলো।

(খ) Bangladesh Bank (Note Refund) Regulations-2012 এর আওতায় যেসকল আবেদন ব্যাংক কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে ও সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে তা বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) এর আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংক নোট প্রত্যর্পণ প্রবিধান, ২০২৫ (Bangladesh Bank Note Refund Regulations, 2025) জারির তারিখ হতে গৃহীত সকল আবেদন এ প্রবিধানের আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হবে।

Ahsan H. Mansur

**ড. আহসান এইচ মনসুর**
গভর্নর

---

**কে এম ইব্রাহিম**
পরিচালক (ডিসিএম)
ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।

সাঈদা খানম, পরিচালক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত
স্রোত এ্যাডভার্টাইজিং, ২০৫/৫ ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ডিসিপি : ১০-২০২৫-৩০০